ইতিকাফের বিধি-বিধানঃ

بسم الله الرحمن الرحيم

ইতিকাফ আরবি শব্দ,অর্থ - বসে থাকা, অবস্থান করা,বিশ্রাম করা,সাধনা করা ইত্যাদি। শরিয়তের পরিভাষায় যে মসজিদে পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাতের সাথে নিয়মিত আদায় করা হয়,এমন মসজিদে আল্লাহর ইবাদতের উদ্দেশ্যে নিয়ত সহকারে অবস্থান করাকে ইতিকাফ বলে। সূরা বাকারার ১৮৭ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা ইতিকাফের কথা উল্লেখ করেছেন।

#ইতিকাফের_গুরুত্বঃ

ইতিকাফ রমযানের সাথে সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ একটি ইবাদাত। রমযানের অন্যান্য করনীয় ইবাদাত শেষে একজন রোযাদারের গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো ইতিকাফ করা। কেননা রমযানের খায়র-বরকত লাভে ইতিকাফের গুরুত্ব অপরিসীম। ইতিকাফের মাধ্যমে লাইলাতুল কদর নসিব হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। আর লাইলাতুল কদরের আশায় বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রথমে রমযানের প্রথম দশদিন ইতিকাফ করেছেন। আতপর দ্বিতীয় দশদিন ইতিকাফ করেছেন। অতপর স্বপ্নে তাকে জানানো হলো যে,লাইলাতুল কদর শেষ দশকে রয়েছে। এরপর তিনি শেষ দশকে ইতিকাফ করার ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব দিতেন। শুধু তাই নয়,বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে প্রতি বৎসর ইতিকাফ করেতেন এবং তাঁর পবিত্র স্ত্রীগণও ইতিকাফ করতেন এবং তাঁর সাহবীরাও ইতিকাফ করতেন। আর উম্মতকে তিনি ইতিকাফ করার জন্য বিশেষভাবে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করেছেন।

হাদীস শরীফে বর্নিত হয়েছে-
عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه و سلم كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ فَسَافَرَ عَامًا فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ اعْتَكَفَ عِشْرِينَ يَوْمًا

হযরত উবাই বিন কা'ব রাযিঃ থেকে বর্ণিত। হযরত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতি বছর রমাদানের শেষ দশ দিন ইতিকাফ করতেন। তবে তিনি কোন এক বছর রমযান সফরে অতিবাহিত করেন। এরপর পরবর্তী বছর তিনি বিশ দিন ইতিকাফ করেন।

হাদীসের সনদ সহীহ। (সুনানে ইবনে মাজাহ ১৭৭০, সুনানে আবূ দাউদ ২৪৬৩, সুনানে তিরমিযী ৮০৩, সহীহ ইবনে খুযায়মাহ ২২২৭, মুসনাদে আহমাদ ২০৭৭০, মুসতাদারাকে হাকীম ১৬০১,মিশকাতুল মাসাবীহ ২১০২)

হাদীস শরীফে আরও বর্নিত হয়েছে-
وَعَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়িশা রাযিঃ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ হযরত নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মৃত্যুর আগ পর্যন্ত সবসময়ই রমযান মাসের শেষ দশদিন ইতিকাফ করেছেন। তাঁর ওফাতের পর তাঁর স্ত্রীগণও ইতিকাফ করেছেন।

হাদীসের সনদ সহীহ। (সহীহুল বুখারী ২০২৬, সহীহ মুসলিম ১১৭২, সুনানে আবূ দাউদ ২৪৬২, সুনানে তিরমিযী ৭৯০, মুসনাদে আহমাদ ২৪৬১৩, মিশকাতুল মাসাবীহ ২০৯৭)

হাদীস শরীফে আরও বর্নিত হয়েছে-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ

كَانَ يَعْرِضُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُرْآنَ كُلَّ عَامٍ مَرَّةً فَعَرَضَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ فِي الْعَامِ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ وَكَانَ يَعْتَكِفُ كُلَّ عَامٍ

عَشْرًا، فَاعْتَكَفَ عِشْرِينَ فِي الْعَامِ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ.

হযরত আবু হুরায়রা রাযিঃ বলেছেনঃ হযরত
জিবরীল প্রতি বছর হযরত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একবার কুরআন শোনাতেন। কিন্তু যে বছর তাঁর ওফাত হয় সে বছর দুই বার শোনালেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতি বছর দশ দিন ইতিকাফ করতেন। কিন্তু ইন্তেকালের বছর তিনি বিশ দিন ইতিকাফ করেছেন।

হাদীসের সনদ সহীহ। (সহীহুল বুখারী ৪৯৯৮,২০৪৪ হাদীস।
সুনানে ইবনে মাজাহ ১৭৬৯ হাদীস। সুনানে আবূ দাউদ ২৪৬৬ হাদীস। সুনানে তিরমিযী ৭৯০ হাদীস।
সুনানে দারেমী ১৭৭৯ হাদীস।
মুসনাদে আহমাদ ৭৭২৬, ৮২৩০, ৮৪৪৮, ৮৯৫৯, ২৪৮৩০ হাদীস)

#ইতিকাফের_শর্তসমূহঃ

১। মুসলিম হওয়া
২। বালিগ বা বালিগা হওয়া।
৩। সুস্থ-মস্তিষ্কের অধিকারী হওয়া
৪। ইতিকাফের নিয়ত করা
৫। মাসজিদে ইতিকাফ করা
৬। মাসজিদে নির্ধারিত স্থানে ইতিকাফ করা
৭। রোযা অবস্থায় ইতিকাফ করা।

(ফতোয়ায়ে আলমগীরী ১/৫১০ পৃষ্ঠা। কানযুদ দাকায়িক ১/২৮৭ পৃষ্ঠা। আহকামুস সিয়াম ৩৫ পৃষ্ঠা। ফতোয়া ও মাসায়িল ৪/৬৫ পৃষ্ঠা।)

#ইতিকাফ_তিন_প্রকারঃ

১। ওয়াজিব ইতিকাফ। তথা-মান্নতের ইতিকাফ।
২। সুন্নত ইতিকাফ। তথা-রমযান মাসের শেষ দশ দিনের ইতিকাফ।
৩। নফল ইতিকাফ। তথা-যে কোন দিন বা যে কোন সময়ের ইতিকাফ। তবে নফল ইতিকাফ এক মুহুর্তও হতে পারে।

(সুনানে ইবনে মাজাহ ১৭৭২,১৭৬৯ হাদীস। শরহে বুখারী নাসরুল বারী ৫/৬৪৪ পৃষ্ঠা। ফতোয়ায়ে জামেয়া ৫/২১৭ পৃষ্ঠা। বেহেশতী গাওহার ১১/১৪৭ পৃষ্ঠা। আহকামুস সিয়াম ৩৫ পৃষ্ঠা।)

ইতিকাফের জন্য সর্বোত্তম স্থান -মাসজিদে হারাম বা বাইতুল্লাহ। তারপর মাসজিদে নববী। তারপর মাসজিদুল আকসা। তারপর মাসজিদুল জুমুআ। এরপর মাসজিদে পাঞ্জেগানা। আর মহিলাদের জন্য ইতিকাফের সর্বোত্তম স্থান হলো- ঘরের অন্দর মহল।

(আহকামুস সিয়াম ৩৬ পৃষ্ঠা। আহকামুল হাদীস ৬৫২ পৃষ্ঠা। আশরাফুল হিদায়া ২/২৮৮ পৃষ্ঠা। ইসলামী ফিকাহ ২/২১৩ পৃষ্ঠা। বেহেশতী গাওহার ১১/১৪৬ পৃষ্ঠা। আনওয়ারুল মিশকাত ৩/৩৭৮ পৃষ্ঠা।)

SAFAR TOURS & TRAVELS LTD.
Abasor Bhaban, 3rd Floor, House: 5/A, Road: 5/A, Dhanmondi, Dhaka-1209, Bangladesh
mahbub@safartourbd.com www.safartourbd.com
01762721604
01919209796

#সুন্নত_ইতিকাফঃ

রমযান মাসের শেষ দশদিন মহল্লার মাসজিদে ইতিকাফ করা সুন্নতে মুআক্কাদাহ আলাল কিফায়া। অর্থাৎ মহল্লার দু'একজন লোক ইতিকাফ করলেই সকলের পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যাবে। আর যদি মহল্লার একজন লোকও ইতিকাফ না করে,তবে মহল্লার সকলেই সুন্নাত তরকের গুনাহগার হবে।

(সহীহুল বুখারী ২০২৬ হাদীস। ফতোয়ায়ে শামী ৩/৪৩০ পৃষ্ঠা। ফতোয়ায়ে জামেয়া ৩/৩০২ পৃষ্ঠা। বাদায়েউস সানায়ে ২/৪৪ পৃষ্ঠা। আহকামুস সিয়াম ৩৬ পৃষ্ঠা।)

অনেক এলাকায় এরুপ প্রচলন রয়েছে যে,শুধু রমযানের শেষের তিনদিন ইতিকাফ করে। এতে সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ ইতিকাফ আদায় হবেনা। বরং তা নফল ইতিকাফ হিসেবে গন্য হবে। আর উক্ত অবস্থায় সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ তরক করার কারনে মহল্লার সকলেই গুনাহগার হবে।

(মুসনাদে আহমাদ ৭৭২৬ হাদীস।
ইমদাদুল ফতোয়া ১/১৫৪ পৃষ্ঠা। আহকামুস সিয়াম ৩৬ পৃষ্ঠা।)

রমযানের বিশ রোযার দিন সূর্যাস্তের পূর্ব থেকে ইতিকাফের নির্ধারিত স্থানে অবস্থান করা এবং ঈদুল ফিতরের চাঁদ দেখা প্রমাণিত হওয়া পর্যন্ত ইতিকাফে বহাল থাকা জরুরী। তবে সূর্যাস্তের পূর্বেই যদি ঈদের চাঁদ দেখা যায়, তাহলে সূর্যাস্ত পর্যন্ত ইতিকাফে অবস্থান করা জরুরী।

(আনওয়ারুল মিশকাত ৩/৩৭২ পৃষ্ঠা। শরহে বুখারী নাসরুল বারী ৫/৬৪৩ পৃষ্ঠা। ইসলামী ফিকাহ ২/২১৪ পৃষ্ঠা। ফতোয়া ও মাসায়িল ৪/৬৬ পৃষ্ঠা। আহকামুস সিয়াম ৩৬ পৃষ্ঠা।)

বিনিময় দিয়ে বা বিনিময় নিয়ে ইতিকাফ করা বা করানো জায়েয হবেনা।
(ফতোয়ায়ে তাতার খানিয়া ২/৩২৫ পৃষ্ঠা। ফতোয়ায়ে রহমানিয়া ১/৪৫৮ পৃষ্ঠা। আহকামুস সিয়াম ৩৬ পৃষ্ঠা।)

#ইতিকাফকারীর_করনীয়ঃ
১। অধিক পরিমাণে কুরআন তিলাওয়াত করা।
২। অধিক পরিমাণে দরুদ পাঠ করা।
৩। অধিক পরিমাণে তাসবীহ তাহলীল পাঠ করা।
৪। অধিক পরিমাণে তাওবা ইস্তিগফার করা।
৫। অধিক পরিমানে নফল নামায আদায় করা।
৬। সর্বদা আল্লাহ তায়ালার ধ্যানে মগ্ন থাকা।
৭। ইলমে দ্বীন চর্চা করা।
৮। দ্বীনি কিতাবাদী মুতালায়া করা
৯। তাফসীর ও ফিকাহর কিতাবাদী লেখা।
১০। ফতোয়া ও মাসআলা মাসায়িল রিসার্চ করা।
(শরহে বুখারী নাসরুল বারী ৫/৬৪৩ পৃষ্ঠা। ফতোয়ায়ে আলমগীরী ১/৫১২ পৃষ্ঠা। ফতোয়া ও মাসায়িল ৪/৬৭ পৃষ্ঠা। আহকামুস সিয়াম ৩৭ পৃষ্ঠা।)

#ইতিকাফ_ভঙ্গের_কারনসমূহঃ
১। ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় স্ত্রী-সহবাস করলে।
২। খাহেশাতসহ স্বামী-স্ত্রী আদর-সোহাগ করলে।

৩। হস্তমৈথুন করে বির্যপাত ঘটালে।
৪। শরয়ী প্রয়োজন ব্যতীত রোযা ভঙ্গ করলে।
৫। শরয়ী প্রয়োজন ব্যতীত মাসজিদ থেকে বের হলে।
৬। ভুলক্রমে মাসজিদ থেকে বের হলে।
৭। জোরপুর্বক কেউ মাসজিদ থেকে বের করে দিলে।
৮। চিকিৎসার জন্য মাসজিদ থেকে বের হলে।
৯। রোগীর সেবার জন্য মাসজিদ থেকে বের হলে।
১০। জানাযা পড়ার জন্য মাসজিদ থেকে বের হলে।
১১। ফরয নয় এমন গোসলের জন্য মাসজিদ থেকে বের হলে।
১২। জিহাদের উদ্দেশ্যে মাসজিদ থেকে বের হলে।
১৩। মহিলাদের হায়েয বা নেফাস হলে।
(সুরা বাকারা ১৮৭ আয়াত। সুনানে আবু দাঊদ ২৪৭৩ হাদীস। সুনানুল কুবরা-বায়হাকী ৮৫৯৪ হাদীস। মিশকাতুল মাসাবীহ ২১০৬ হাদীস। ফতোয়ায়ে আলমগীরী ১/৫১২-৫১৩ পৃষ্ঠা। আল ফিকহুল মুয়াসসার ২২৫ পৃষ্ঠা। আহকামুস সিয়াম ৩৭ পৃষ্ঠা।)

#ইতিকাফের_কাযাঃ
রমযানের শেষ দশদিন ইতিকাফ করা অবস্থায় যদি কোন দিনের ইতিকাফ ভঙ্গ হয়ে যায়,তবে শুধু সে দিনের ইতিকাফ কাযা করা জরুরী হবে। অর্থাৎ কারো একদিনের ইতিকাফ ভঙ্গ হয়েছে, এমতাবস্থায় সে যেদিন কাযা আদায় করবে, সেদিন সূর্যাস্তের পুর্ব থেকে পরদিন সূর্যাস্ত পর্যন্ত রোযাসহ মাসজিদে ইতিকাফ করতে হবে।
উল্লেখ- শুধু ওয়াজিব ও সুন্নত ইতিকাফের কাযা করতে হয়। নফল ইতিকাফের কোন কাযা করতে হয়না।

(সহীহুল বুখারী ২০৪১ হাদীস। ফতোয়ায়ে শামী ৩/৪৪৪ পৃষ্ঠা। বাদায়েউস সানায়ে ২/২৮২ পৃষ্ঠা। ফাতহুল কাদীর ২/৩০৮ পৃষ্ঠা।)

#মান্নতের_ইতিকাফঃ
কেহ যদি মান্নত করে যে,মাসজিদে হারামে বা মাসজিদে নববীতে কিংবা মাসজিদুল আকসায় অথবা অন্য কোন মাসজিদে ইতিকাফ করবো,তবে যে কোন মাসজিদে ইতিকাফ করলেই মান্নত পুরা হয়ে যাবে।

(সহীহুল বুখারী ২০৩২ হাদীস। সুনানে আবু দাউদ ২৪৭৪ হাদীস।
ফতোয়ায়ে আলমগীরী ১/৫১৬ পৃষ্ঠা। আশরাফুল হিদায়া ২/২৮৬ পৃষ্ঠা।)

কেউ যদি একমাস ইতিকাফ করার মান্নত করে মৃত্যু বরন করে,তবে প্রতি দিনের ইতিকাফের জন্য সদকাতুল ফিতর পরিমাণ খাদ্য বা মূল্য মিসকিনকে দেয়া ওয়াজিব হবে। তবে কেহ যদি অসুস্থ অবস্থায় মান্নত করে যে,যদি সুস্থ হই তবে একমাস ইতিকাফ করবো,কিন্তু সুস্থ হওয়ার পুর্বেই সে মারা গেল,তাহলে কিছুই করতে হবেনা। আর কারো জিম্মায় ইতিকাফের কাযা থাকলে মৃত্যুর পুর্বেই অসিয়ত করে যাওয়াও ওয়াজিব হবে।

(সহীহুল বুখারী ২০৪৩ হাদীস। ফতোয়ায়ে আলমগীরী ১/৫১৬-৫১৭ পৃষ্ঠা। আহকামুস সিয়াম ৪৪ পৃষ্ঠা।)

রমযান মাসের ৩০ আসর
-শাইখ মুহাম্মাদ বিন সালিহ আলউসাইমীন

একবিংশ আসর:
ই'তিকাফ রমযানের শেষ ১০ দিনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ১০ দিনে মসজিদে ই'তিকাফ করতেন।

আর ই'তিকাফ হলো, আল্লাহর আনুগত্য করার জন্য পার্থিব কাজ থেকে অবসর হয়ে মসজিদে অবস্থান করা। ই'তিকাফ করা সুন্নাত, যা কুরআন ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

* আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ ولا تُبَٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَٰكِفُونَ فِي ٱلْمَسَٰجِدِ ﴾ [البقرة: ١٨٧]

'তোমরা মসজিদে ই'তিকাফ অবস্থায় তোমাদের স্ত্রীদের সাথে মেলা-মেশা করো না।' (সূরা আল-বাকারাহ্, আয়াত: ১৮৭)

তাছাড়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ই'তিকাফ করতেন সাহাবাগণও ই'তিকাফ করতেন।

* আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযানের প্রথম ১০ দিন ই'তিকাফ করলেন, এরপর দ্বিতীয় ১০ দিন ই'তিকাফ করলেন, এরপর বললেন,

« إِنِّي اعْتَكَفْتُ الْعَشْرَ الأَوَّلَ أَلْتَمِسُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ ثُمَّ اعْتَكَفْتُ الْعَشْرَ الأَوْسَطَ ثُمَّ أُتِيتُ فَقِيلَ لِي إِنَّهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَعْتَكِفَ فَلْيَعْتَكِفْ ».

'আমি প্রথম ১০ দিন ই'তিকাফ করে এ মহান রাতটি খুঁজলাম, এরপর দ্বিতীয় ১০ দিন ই'তিকাফ করলাম, কিন্তু তাতে কদর নামক রাতটি পেলাম না। এরপর আমাকে বলা হলো, এ রাতটি শেষ ১০ দিনের মাঝে নিহেত রয়েছে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তিই ই'তিকাফ করতে চায়, সে যেন শেষ দশকে ই'তিকাফ করে।'[1]

* সহীহ বুখারী ও মুসলিমে 'আয়েশা সিদ্দীকা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা থেকে বর্ণিত,

كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللهُ ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ.

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত রমযানের শেষ ১০ দিনে ই'তিকাফ করেছেন। তাঁর ইন্তেকালের পর তাঁর স্ত্রীগণও ই'তিকাফ করতেন।'[2]
* সহীহ বুখারীতে 'আয়েশা ছিদ্দীকা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা থেকে আরও বর্ণিত,

كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَعْتَكِفُ فِي كُلِّ رَمَضَانَ عَشْرَةَ أَيَّامٍ فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ اعْتَكَفَ عِشْرِينَ يَوْمًا.

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক রমযানে ১০ দিন ই'তিকাফ করতেন। আর তিনি যে বছর মারা যান, সে বছর ২০ দিন ই'তিকাফ করেছেন।'[3]

SAFAR TOURS & TRAVELS LTD.
Abasor Bhaban, 3rd Floor, House: 5/A, Road: 5/A, Dhanmondi, Dhaka-1209, Bangladesh
mahbub@safartourbd.com www.safartourbd.com
01762721604
01919209796

* আনাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত,

كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ فَلَمْ يَعْتَكِفْ عَامًا فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ اعْتَكَفَ عِشْرِينَ لَيْلَةً.

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযানের শেষ ১০ দিন ই'তিকাফ করতেন, পুরো বছর আর কোনো ই'তিকাফ করতেন না। পরবর্তী বছর রমযানে ২০ দিন ই'তিকাফ করেছেন।'[4]

* 'আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ই'তিকাফ করতেন, ফজরের সালাত আদায় করতেন তারপর ই'তিকাফের জন্য নির্ধারিত স্থানে প্রবেশ করতেন। একবার আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা তার কাছে অনুমতি চাইলেন, তিনি তাকে অনুমতি দিলেন, অতঃপর তার জন্যও তাঁবু টাঙ্গানো হলো। এরপর হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহা আয়েশার কাছে তার জন্য রাসূলের কাছ থেকে অনুমতি নেওয়ার অনুরোধ জানালেন, তিনি তাই করলেন, ফলে তার জন্যও তাঁবু টাঙ্গানো হলো, অতঃপর যখন যায়নাব রাদিয়াল্লাহু 'আনহা সেটা দেখলেন, তিনি তার জন্য তাঁবু টাঙ্গানোর নির্দেশ দিলেন, ফলে তাই করা হলো। অতঃপর যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেকগুলো তাঁবু দেখলেন তখন বললেন, এটা কি? তারা বলল, এ হচ্ছে আয়েশা, হাফসা ও যাইনাবের তাঁবু। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "তারা কী এর মাধ্যমে সাওয়াব পাওয়ার ইচ্ছা করছে? তোমরা এগুলোকে খুলে ফেল, আমি এগুলোকে দেখতে চাই না। ফলে এগুলো খুলে ফেলা হলো, আর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযানের ই'তিকাফ পরিত্যাগ করলেন; শেষপর্যন্ত রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম শাওয়ালে প্রথম দশক ইতিকাফ করলেন।" (বুখারী ও মুসলিমের বিভিন্ন বর্ণনা থেকে সংগৃহীত।[5]* ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল রহ. বলেন, "আমি জানি না কোনো আলেম দ্বিমত করেছেন কি না যে: ই'তিকাফ সুন্নাত।"

[1] মুসলিম: ১১৬৭। [2] বুখারী: ২০২৬; মুসলিম: ১১৭২। [3] বুখারী: ২০৪৪। [4] তিরমিযী: ৮০৩; ইবন মাজাহ: ১৭৭০; ইবন খুযাইমাহ: ৩/৩৪৬। [5] বুখারী: ২০৩৩, ২০৩৪, ২০৪৫; মুসলিম: ১১৭১।

SAFAR TOURS & TRAVELS LTD.
Abasor Bhaban, 3rd Floor, House: 5/A, Road: 5/A, Dhanmondi, Dhaka-1209, Bangladesh
mahbub@safartourbd.com www.safartourbd.com
01762721604
01919209796